দৈনিক জনকণ্ঠ

63

তারিখ ৩·৪·২০০০
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

# সকল পক্ষের নিকট একটি প্রশ্ন

## ড. একেএম শাহনাওয়াজ

আবার রক্তক্ষরণ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র ক'দিন আগে আমার বন্ধু এক উর্ধতন সামরিক অফিসার ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় বলছিলেন, ঢাকা আর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন ধরে বেশ শান্ত। অর্থাৎ ছাত্র সংঘাত-রক্তারক্তির তেমন ঘটনা ঘটছে না। এ অবস্থা বোধ করি তাঁর কাছে বিসদৃশ লেগেছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে আমার কাছে তাঁর জিজ্ঞাস্য, 'এ অবস্থার পিছনে সত্যিকার কারণ কি? আর এর কৃতিত্বই বা কাদের দেয়া যায়?' ঘরের সুনাম শুনতে ভাল লাগে— দু'একটি নিন্দার ঘটনা থাকলে লুকিয়ে ছাপিয়ে রাখতে পারলে মন্দ হয় না। তবুও পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে বন্ধুর কাছে ভনিতা করতে পারলাম না, আমার উপলব্ধিকে ব্যক্ত করলাম। আসলে নষ্ট অবস্থায়রআমূল পরিবর্তন রাতারাতি হতে পারে না, রাজনীতির নামে রাজনীতিকে কলুষিত করে আমাদের ভুঁইফোড় রাজনীতিবিদগণ যে গরল ছড়িয়ে দিয়েছেন ক্যাম্পাসে তার বিষবাষ্প হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে কি এত সহজে! বিশ্ববিদ্যালয়ে খুনাখুনি হওয়ার প্রেক্ষাপট দুটো পর্বে ভাগ করে দেখা যায়। জাতীয় রাজনীতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যখন ছাত্র রাজনীতি তখন রাজনীতির জন্য রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার প্রয়োজনে খুনাখুনি হতো। এটি প্রথম পর্ব। বর্তমানে ক্যাম্পাসগুলোতে এ ধারার খোঁজ পাওয়া দুষ্কর। জাতীয় রাজনীতির কর্তারাও সম্ভবত এখন আর ছাত্র সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সংগঠনগুলোকে রাজনীতির সহায়ক শক্তি মনে করে না। লাঠিয়াল পোষার মতোই পুষছে শুধু। তাই বর্তমান ছাত্রসংগঠনগুলোর ক্যাম্পাসে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতিয়ে নেয়া, এটি দ্বিতীয় পর্বের প্রেক্ষাপট। ফলে এদের একমাত্র লক্ষ্য অর্থ সংগ্রহ বলে রাজনীতিতে তাদের আগ্রহ নেই। এদের আচরণে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না তা তাদের ভাবার কথা নয়। বরঞ্চ সাধারণ ডিম বিক্রেতা থেকে শুরু করে নির্মাণ কাজের ঠিকাদার পর্যন্ত সকলের কাছ থেকেই তারা অর্থ ছিনতাই করে। এ কারণে তাদের নিজ অবস্থান সংহত করতেই হয়। ফলে রক্তাক্ত সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। বন্ধু যে আপাতত শান্ত অবস্থা দেখছেন তার জন্য আমি অবশ্য কাউকে এর কৃতিত্ব দিতে পারিনি। কারণ আমি বিশ্বাস করি এই শান্ত অবস্থা হচ্ছে সাজানো খেলা, ছাত্র নেতা-কর্মীদের হাতে বন্দুক-বোমা রেখে হল বা ক্যাম্পাসে ক্যাডারদের আধিপত্যের বলয় ভেঙ্গে না দিয়ে যে শান্তির বাণী শোনানো হয় তা তো মরীচিকা। আসলে রাজনীতির বদলে চাঁদাবাজি যদি তথাকথিত ছাত্রনেতাদের লক্ষ্য হয় তবে পেশীশক্তিতে অর্জন না করে তা পাওয়ার জন্য যদি অলিখিত প্রাতিষ্ঠানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয় তা হলে আর অস্ত্র শানানোর দরকার কি? এ ব্যবস্থায় ভাগবাটোয়ারার ব্যাপারে একটি স্থির নীতি প্রণয়ন করা যায় না বলে মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ ঘটে।

ছাত্র সংগঠনগুলোর ভিতর সুস্থ রাজনীতি প্রত্যাশী দু'একজন প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্রনেতার অস্তিত্ব যে নেই তা বলা যাবে না। তবে ক্যাডারতন্ত্রের ভিড়ে তারা ব্যাকবেঞ্চার হয়ে গেছে অনেক আগেই। না হয় সরকারী দলের বেলায় উপরের আলোচিত ব্যবস্থাগুলো বেশি খাটে। সরকারী দল ক্ষমতার সবকিছু ব্যবহার করতে পারে। বর্তমান ব্যবস্থাপনায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিচালনার দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের আজ্ঞাবহদের হাতেই বর্তায়। সুতরাং তাঁরা গায়ে মাথায় পকেটে হাত বুলিয়ে ঘর সামলানোর চেষ্টা করতেই পারেন। ক্যাম্পাসের চৌহদ্দির ভিতর তাঁদের সোনার ছেলেদের সংযত থাকতে উপদেশ দেন বলে বাধ্যগত শ্রীমানরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ঝগড়ায় নামেন 'নগর ভবন' বা 'শিক্ষা ভবনের' মতো প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোতে।

সরকারী দলের অঙ্গ সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসের বেশকিছু সাড়া জাগানো খবর অধুনা প্রচারিত হলেও সচেতন মহল নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এর প্রচণ্ড প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া বিএনপিসহ বিরোধী মহলগুলো থেকে তেমনভাবে আসছে না। অথচ এমনটি হওয়ার কথা নয়, বিএনপি যেখানে ইস্যুহীনতায় ভুগছে, অভাবের তাড়নায় দু'একটি হাস্যকর ইস্যু নিয়ে হরতাল পর্যন্ত করে ফেলে সেখানে সরকারী অঙ্গ সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসের ঘটনা প্রচারিত হলে তাদের মুখিয়ে ওঠার কথা। মাঠঘাট তাদের পদভারে প্রকম্পিত হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা বিস্ময়ে দেখি তারা প্রায়ই এসব ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করে।"

কেন এই নীরবতা? এর অন্যতম মোক্ষম উত্তর গত ২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের রক্তাক্ত বিস্ফোরণ। কারণ, নিজ দলের শক্তির জন্য ওদের হাতে বন্দুক থাকতে হবে— পকেটে বোমা থাকতে হবে। সন্ত্রাস করার লাইসেন্স নেতাদের হাত দিয়েই বিলাতে হবে এটা এখন তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। তাই অন্যের একই আচরণের নিন্দা করবেন কোন্ শক্তিতে!?

কিন্তু প্রশ্ন তো আমরা করতেই পারি। জানি উত্তর দেয়ার দায় মাননীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার নেই। কারণ, প্রশ্ন আমরা করব আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে। খালেদা জিয়া বলবেন 'আমি তো গণতন্ত্র মানি না, আমি উত্তর দেব কেন?' আমরা বলব 'কেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য না ঘুম হারাম করছেন বলে বক্তৃতা করেন?' নেত্রী হয়ত তাঁর দলীয় নেতার মতো বলবেন, 'ও তো মেঠো বক্তৃতা— ঘরের কথা নয়। 'তাই আমি আমার দলকে রক্ষা করার জন্য ক্যাডার পুষবই।' আর যেহেতু তিনি আপোসহীন নেত্রী তাই হাজার যুক্তিতর্ক আর আইনী কথা বললেও তিনি আপোস করবেন কেন! কারণ, তিনি বলতেই পারেন 'ওরা প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘুরলে, চাঁদাবাজি করলে, রক্ত ঝরালে, যদি দোষ না হয়— তা হলে আমার সন্তানদের দোষ কোথায়?' আর একটু আগ বাড়িয়ে নিশ্চয় বলতেই পারেন— 'আপনারা আমাকে গণতন্ত্রী হতে বলেন— ঠিক আছে এটাই আমার গণতান্ত্রিক অধিকার।'

তবুও প্রিয় নেত্রী— আমাদের প্রশ্ন থেকেই যায় বিরোধী রাজনীতির ধারক-বাহক হয়ে আপনারা পুরনো ভাঙ্গা রেকর্ডে কিছু পানসে কারণ দেখিয়ে যেভাবে জনগণ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে লাগাতার সংসদ বর্জন করার স্বেচ্ছাচারিতা দেখাচ্ছেন, তেমন সবল যুক্তি ছাড়াই মানুষের নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে আপনাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন করছেন এবং আপনার অঙ্গ সংগঠনের তরুণদের প্রকাশ্যে অস্ত্রবাজি করার সুযোগ ও প্রশ্রয় দিয়ে যে নারকীয় অবস্থা তৈরি করছেন তাতে কি আপনাদের কোন নৈতিক শক্তি থাকতে পারে জনগণের কাছে যাওয়ার, ভোট ভিক্ষা করার?'

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে যে নারকীয় ঘটনা ঘটাল ছাত্রদলের দু'পক্ষ তাতে কি আমরা এই প্রশ্ন সরকার যন্ত্রের নিকট করতে পারি না যে, খোদ রাজধানীর হৃৎপিণ্ডে এমন অস্ত্রের মহড়া চলে আর পাশাপাশি তারা কেমন করে সন্ত্রাস উৎপাটনের স্লোগান দিতে থাকে? না কি ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের রক্তাক্ত সংঘাতের কথা প্রকাশিত হলে তাদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল হবে? না কি বিএনপির মতো মানসিক শক্তির অভাব হয়েছে— এই ভেবে যে নিজের ছেলেদের হাতে অস্ত্র রেখে অন্যকে শাসন করি কিভাবে? আর পুলিশের কাছে প্রশ্ন করা বৃথা জেনেও বলি, এমন প্রকাশ্যে— পুলিশের কব্জির ভিতরেই বলা যায়, সন্ত্রাসীদের পকেট ভরা বোমা রইল, হাতে রইল বন্দুক, তা বিস্ফোরিত হওয়ার আগে, রক্ত ঝরার আগে কেন পুলিশের কব্জায় এলো না। নেতা-নেত্রী যায় পুলিশ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী না হলেও আমরা সাধারণ মানুষ গণতন্ত্র প্রত্যাশী। আমাদের কষ্টার্জিত অর্থে আপনারা লালিত হন। তাই আপনাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন— প্রকাশ্যে থাকার পরও সন্ত্রাস করার আগে আপনারা কেন সন্ত্রাসীদের ধরতে পারেন না? একি আপনাদের অদক্ষতা বা অসাধুতার প্রকাশ? না এর পিছনে কোন পক্ষের রক্তচক্ষুর ইঙ্গিত রয়েছে? আপনারা উত্তর দেন বা না দেন— আমরা কিন্তু ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাবই।